বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায় বিনিয়োগ

প্রবক্তা: মো. সবুর খান

সভাপতি: **ড. আতিউর রহমান**

ভেন্যু: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

তারিখ ও সময়: ১৩ মে ২০১৭, শনিবার বিকাল ৪টা

সম্মানীত সুধীবৃন্দ

রিডিং ক্লাবের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে প্রাণঢালা অভিনন্দন। শুরু করছি রিডিং ক্লাব ও জ্ঞানতাপস আব্দুর রাজ্জাক বিদ্যাপীঠের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ক্লাবের ১২তম মাসিক পাবলিক লেকচার। আজকের বিষয় **'বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায় বিনিয়োগ'**।

সম্মানিত সুধী

আপনাদের সবাইকে আবারো আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি রিডিং ক্লাব ও জ্ঞানতাপস আব্দুর রাজ্জাক বিদ্যাপীঠের যৌথভাবে আয়োজিত ১২তম মাসিক পাবলিক লেকচারে অংশগ্রহণ করার জন্য। আজকের বিষয় **'বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায় বিনিয়োগ'**।

সম্মানিত সুধী

আজকে আমাদের মাঝে বক্তা হিসেবে উপস্থিত আছেন দেশের স্বনামধন্য শিক্ষা-উদ্যোক্তা, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ও ড্যাফোডিল গ্রুপ এর চেয়ারম্যান মোঃ সবুর খান। অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে উপস্থিত আছেন দেশের অগ্রগণ্য উন্নয়ন অর্থনীতিবিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান। আমরা জোরে করতালি দিয়ে স্যারদের অভিবাদন জানাব।

সম্মানিত সুধী

যে-কোন সমাজের উন্নয়ন ও বিকাশের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা শ্রেণি খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করেন। শিক্ষা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিভিন্ন উদ্যোগ তাদের পৃষ্ঠপোষণা ব্যতীত বৃহত্তর রূপ লাভ

করতে পারে না। পাশ্চাত্যের রকফেলার কিংবা ফোর্ড নিজ নিজ সমাজ-রাষ্ট্রের বিকাশে অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন। বঙ্গদেশের পথিকৃৎ উদ্যোক্তা ও শিল্প-সাহিত্য ও বুদ্ধিবৃত্তির পৃষ্ঠপোষক প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, হাজী মুহম্মদ মুহসীন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেমচাঁদ-কালাচাঁদ বৃত্তিদাতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কালী নারায়ণ বৃত্তির প্রতিষ্ঠাতা, রণদাপ্রসাদ সাহা, এ.কে. খান প্রমুখ আমাদের সমাজে এক্ষেত্রে অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কিন্তু দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসন ও পাকিস্তানের সেমি-ঔপনিবেশিক শাসনের কারণে আমাদের সমাজে শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণির স্বাভাবিক বিকাশ ঘটেনি। রণদাপ্রসাদ সাহাদের মহৎ ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতাও রক্ষিত হয়নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক ড. আবদুল্লাহ ফারুক বাংলাদেশের উদ্যোক্তাদের তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। ১. পারিবারিকভাবেই বংশপরম্পরায় ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত যেমন ইস্পাহানি, ইসমাইলি, সাহা প্রভৃতি। ২. রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকাঠামোর সঙ্গে জড়িতদের আত্মীয়স্বজন যারা রাষ্ট্রের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে ব্যবসা-বাণিজ্য করেছেন ৩. যারা সম্পূর্ণ নিজেদের যোগ্যতা ও পরিশ্রমের ফলে অতি সামান্য অবস্থা থেকে বিরাট মূলধন ও সার্থক শিল্পের সৃষ্টি করেছেন।

সম্মানিত সুধী

বর্তমান বাংলাদেশে এই তৃতীয় শ্রেণির শিল্পোদ্যাক্তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য ব্যক্তি আমাদের আজকের বক্তা জনাব মোঃ সবুর খান। ১৯৮৮ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পর ১৯৯০ সালে মাত্র দুটি এক্সটি পিসি দিয়ে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে ব্যবসা শুরু করেন সবুর খান। অধ্যবসায়, ব্যবসায়িক দক্ষতা ও সততার মাধ্যমে, ড্যাফোডিল কম্পিউটার, ড্যাফোডিল ইন্সটিটিউট অব আইটি'র প্রতিষ্ঠাতা সবুর খান মাত্র এক দশকের মধ্যেই দেশের প্রযুক্তিখাতের অগ্রগণ্য হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনি বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি, বাংলাদেশ আইটি অ্যাসোসিয়েশন (BITA), বেসিস, জাপানের অ্যাওটস (AOTS), এফবিসিসিআই, জেসিসি এবং এধরণের আরও অনেক সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। তারই নেতৃত্বে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি ASOCIO এবং WITSA-এর পূর্ণাঙ্গ সদস্যপদ লাভ করে এবং বিসিএস শো আন্তর্জাতিক মেলার মর্যাদা লাভ করেছে। আইটি খাতে গুরুত্বপুর্ণ অবদানের জন্য 'নেশন বিল্ডার অ্যাওয়ার্ড'সহ তিনি বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক পুরষ্কারে

ভূষিত হন। ২০১৩ সালে তিনি যখন দেশের সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী ব্যবসায়ী সংগঠন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর সভাপতি নির্বাচিত হন, তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৪৮ বছর।

সম্মানিত সুধী

আজকের বক্তা শুধুমাত্র একজন সফল উদ্যোক্তা কিংবা ব্যবসায়ী নন, তিনি একজন পথিকৃৎ শিক্ষা উদ্যোক্তা, কালী নারায়ণ কিংবা কামিনীকুমার দত্তের যোগ্য উত্তরসূরী। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ইউজিসি নির্বাচিত দেশের সেরা দশটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি। অ্যাকাডেমিক কার্যক্রমের পাশাপাশি এক্সট্রা-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজ, শিক্ষার্থীদের স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণায় উৎসাহিত করার মাধ্যমে বাংলাদেশের উচচশিক্ষা খাতে অসাধারণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটি।

সম্মানিত সুধী

এ পর্যায়ে আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ পাবলিক লেকচার। আজকের বক্তা মোহাম্মদ সবুর খানকে তাঁর পাবলিক লেকচার নিয়ে আসার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করছি।

মোঃ সবুর খান

আসলে আমাদের দেশে মানবিক, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার প্রসারে এবং যোগ্য ও দক্ষ নাগরিক গড়ে তুলতে উচ্চ শিক্ষার বিকল্প নেই। সেজন্য শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বিনিয়োগেরও বিকল্প নেই এবং এক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগ যেমন জরুরী, তেমনি বেসরকারি খাত থেকে বিনিয়োগও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয়-শিল্প খাতের যোগাযোগ ও সম্পৃক্ততা বাড়ানো উচিত। যুগের প্রয়োজন, বাজারের চাহিদা, কোন খাতে কি পরিমাণ দক্ষ লোক প্রয়োজন তা নির্ণয় করে উচ্চশিক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজানো উচিত। ব্যাবসায়িক লক্ষ্য নিয়ে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় অনেক সমালোচনা হয়েছে, কিন্তু এখন তা সারা পৃথিবীর মডেল। শুধু নির্দিষ্ট একটি পেশাকে লক্ষ্য করে ছাত্রকে গ্রাজুয়েট করা কিন্তু এখনকার লক্ষ্য নয়। ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলাই এখনকার উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য। বর্তমানে উন্নয়নের মডেল চীন, জাপান, ভারতের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় শিল্প খাতে, অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরাসরি ভূমিকা রাখছে। অথচ আমাদের কোন বিশেষায়িত গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয় নেই। অন্যদিকে, শিক্ষার বানিজ্যিকিকরন করা হচ্ছে এই অভিযোগ শুনতে হবে বলে বিনিয়োগকারিরা শিক্ষাখাতে বিনিয়গে আগ্রহী

হচ্ছেন না। এই অবস্থায় বেসরকারিকরণকে ঢালাওভাবে দোষারোপ না করে আমাদের উচিত পৃথিবীর সেরা মডেলগুলো বিশ্লেষণ করে নিজেদের পরিকল্পনা তৈরি করা।
বাংলাদেশের প্রধান সম্পদ হিসেবে মানব সম্পদকে বিবেচনা করা হয়। ২০১০ থেকে ২০১৪ সময়কালে বিশ্বব্যাংকের এক জরিপে দেখাযায়, বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৩০% ই ১৪ বছরের নীচে। জনগনের মধ্যমা বয়স (মিডিয়ান এজ) এখন ২৫.৪ বছর। অর্থ্যাৎ জনসংখ্যার অর্ধ্বেকের বয়স ২৫ এর নীচে। ড্যামোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড এর সর্বোচ্চ সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে আমরা আছি। এই সুবিধার সঠিক ব্যবহারের ওপরেই নির্ভর করছে আমাদের কাঙ্খিত উন্নয়ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বিরাট জনসংখ্যার অর্ধ্বেক, অর্থ্যাৎ নতুন প্রজন্মকে শিক্ষিত, দক্ষ ও যোগ্য করে তোলার ওপরই নির্ভর করছে আগামী দিনের সত্যিকারের উন্নয়ন।

শিক্ষা মানুষের অন্যতম প্রধান মৌলিক অধিকার। জনসংখ্যার এক বিপুল অংশ যেহেতু শিক্ষা খাতের ওপর নির্ভরশীল, সুতরাং শিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামো, উপকরণ, বিষয়বস্তু, শিক্ষণ প্রক্রিয়া, শিক্ষণ মূল্যায়ন পদ্ধতি, পাঠক্রম হালনাগাদকরণ, শিক্ষকের মান, ও সম্মান বুদ্ধি, শিক্ষা গবেষণা, ঝওে পড়াদেও দক্ষতা উন্নয়ন ও জীবনমুখী শিক্ষার আওতায় আনা, শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন ইত্যাদি কোনকিছুই সম্ভব নয় প্রয়োজনীয় বরাদ্ধ ছাড়া। ভারতের নোবেল বিজয়ী কৈলাস সত্যার্থী আমাদেও স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেছেন, দেশকে উন্নত দেশ হিসেবে দেখতে হলে প্রতিটি শিশু কিশোর-কিশোরীর অধিকার আছে দেশ গড়ার কাজে অবদান রাখার উদ্দেশ্যে নিজের যোগ্যতা তৈরীর শিক্ষা পাওয়ার। সে অধিকার নিশ্চিত হলে তথাকথিত দৃশ্যমান উন্নয়নের কারিগরের অভাব বাংলাদেশে হবে না । দারিদ্র্যমুক্ত, বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ জনহন নিজেরাই গড়ে তুলতে পারবে যদি তাদের উপযুক্ত শিক্ষা নিশ্চিত হয়। আর সে নিশ্চয়তা বিধানে শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বিনিয়োগের বিকল্প নেই।

বর্তমানে দেশে ৩৭ টি পাবিলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৯৭ টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। নেত্রকোনায় প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে শেখ হাসিনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আর জামালপুরে প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বঙগমাতা শেখ ফজিলানুন্নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। দুটো বিশ্ববিদ্যালয়ই বিশেষায়িত উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমে দেশে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে পরিচালিত হবে। আসলে এ দেশে বৃত্তিমূলকও কারিগরি শিক্ষার প্রসারে এবং যোগ্য ও দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুতে হলে উচ্চ শিক্ষার বিকল্প নেই। সেজন্য শিক্ষাখাতে সরকার কর্তৃক বিনিয়োগ যেমন জরুরী তেমনি বেসরকারি খাত থেকে বিনিয়োগও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ন।

একটা সময় ছিল যখন মানুষ তার পরিবার ও চারপাশ থেকে অনেক কিছু শিখত। তখন শিক্ষকরা শিক্ষাদানকে নেশা এবং পেশা হিসেবে নিযেছিলেন। এখন শিক্ষকতা শুধুই একটা পেশা, এখানে নেশা বলে কিছু নেই। কারণ শিক্ষকরা তাদের বেতন দিয়ে সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন। ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে, সেটা হলো শিক্ষা অতিমাত্রায় বাণিজ্যিক হয়ে পড়েছে। এটা নিয়ে অনেকেই অনেক কথা বলেন। কেউ বলেন, শিক্ষা কখনো বাণিজ্যিকীকরণ হতে পারে না। এটা

সম্পূর্ন অলাভজনক একটি সেবা খাত কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে, এসব বক্তব্যের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা মূলত বিতর্কিত অবস্থায় চলে যাচ্ছে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাটা এমন যে, এখানে জিপিএ ৫ পেলেই একজন শিক্ষার্থী বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভালো। আসলে তো তা নয়। শিক্ষা ব্যবস্থা হওয়া উচিত পেশাকে লক্ষ্য করে। অর্থাৎ একজন শিক্ষার্থী কোন পেশাকে বেছে নেবে এবং সেখানে তার করিগরি সম্পৃক্ততা, ইন্ড্রাস্ট্রির সঙ্গে সম্পর্ক ইত্যাদি কেমন হবে সেসব বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত।

একটা সময়ে পাঠ্যপুস্তক রচিত হতো প্রয়োজনের তাগিদে। এখন 'প্রয়োজনটা' কোথায় যাচ্ছে সেটা পাঠ্যপুস্তকে ঠিকভাবে ফলোআপ হয় না। এই ফলোআপ বা ডেভলপমেন্টের জন্য অনেক অর্থ প্রয়োজন, গবেষণার প্রয়োজন। শিল্পপতিরা শিক্ষায় বিনিয়োগে আগ্রহ দেখাচ্ছে না, কারণ তারা দেখছে যে,গতানুগতিক ধারার এই শিক্ষা তাদের কোনো উপকারে আসছে না। ফলে শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণ করতে তাদের আগ্রহের বিষয়টিও তুলে ধরতে চান না। একটা সময় ইন্ড্রাস্ট্রি ছিল মানবসম্পদ ভিত্তিক, কিন্তু এখন ইন্ড্রাস্ট্রি টেকনোলজি ভিত্তিক। একটা সময় ইন্ড্রাস্ট্রি কতগুলো বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে চলত। যেমন পণ্য উৎপাদন করা। কিন্তু এখন সেখানে ভ্যালু এডিশন, ডাইভারসিটি প্রোডাক্ট, বর্জ্য থেকে প্রোডাক্ট, রিসাইকেলিং প্রোডাক্ট, এনভায়রনমেন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ইত্যাদি। আগে এসব কমপ্লায়েন্স নিয়ে ভাবাই হতো না। এনভায়রনমেন্ট নিয়ে কোনোকিছুই ভাবা হতো না। কিন্তু এখন ইন্ড্রাস্ট্রি করার আগে ভাবতে হয় পরিবেশে এর প্রভাব কতটুকু পড়বে। বিড়ি বা তামাক শিল্পের সঙ্গে যারা জড়িত তারা একটা সময় চিন্তাই করেনি যে তাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকির সম্মুখীন। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, এসব নিয়ে প্রতিনিয়ত কাজ হচ্ছে। কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে এই বিষয়গুলো কিন্তু সংযুক্ত করা হয়নি। যার কারণে ইন্ড্রাস্টি বিশেষজ্ঞের জন্য আমাদেরকে হন্যে হয়ে খুঁজতে হয়। আবার যারা ইন্ড্রাস্ট্রির সঙ্গে জড়িত তারা শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে চায় না।

সমাজে এরকম একটা কথা প্রচলিত আছে যে, শিক্ষা খাতে বিনিয়োগকে মানুষ বিতর্কিতভাবে দেখে। আসলে শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগ হওয়া উচিত এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের সম্পৃক্ততা থাকা উচিত। প্রয়োজন অনুযায়ী তাদেরকে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস করা উচিত। তারপর তাদের চাহিদা অনুযায়ী সিলেবাস পরিবর্তন করতে অনুরোধ করা উচিত। বর্হিবিশ্বে এখন প্রতিটি শিক্ষককে ইন্ড্রাস্ট্রির সঙ্গে কাজ করতে বাধ্য করা হয়। আবার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় বা স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা যদি বলি, তদের সঙ্গে এখন ইন্ড্রাস্ট্রি সরাসরি সম্পৃক্ত। কোন ধরনের কোর্স কারিকুলাম মার্কেটের জন্য উপযোগী হবে তারা তা বিশ্ববিদ্যালয়কে জানায়। কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সেই মান্ধাতার আমলের রয়ে গেছে। আমাদের একটা বিরাট অংশ এই বলে হইচই করি যে, শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবসাকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগকে ব্যবসা হিসেবে না দেখে কনট্রিবিউশন হিসেবে দেখা উচিত। কন্ট্রিবিউশনের মাধ্যমে কেউ যদি ব্যবসাকে বের করে আনতে পারে তবে তাকে বাহবা দেওয়া উচিত। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি যুগপোযোগী প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারে তাহলে একটি দেশে কিন্তু কোনো ছাত্র-ছাত্রী বেকার থাকবে না। শুধু নির্দিষ্ট একটি পেশাকে লক্ষ্য করে ছাত্রকে গ্রাজুয়েট করা কিন্তু

এখনকার লক্ষ্য নয়। ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলাই এখনকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। একটা সময় স্কুল কলেজগুলোতে ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট শেখানো হতো, এখন শেখানো উচিত ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাংকিং শেখানো। তাদের শেখাতে হবে কীভাবে সঞ্চয় করতে হয়। তাদেরকে শেখাতে হবে কীভাবে প্রতিকুল পরিবেশে টিকে থাকেতে হয়। এখন এমন প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে যা আমরা কখনো কল্পনাও করিনি অবার ভবিষ্যতে এমন প্রোডাক্ট তৈরি হবে যা আমরা এখন ভাবতে পারছি না। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, সব কিছুই সম্পৃক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে। এখানে যদি বিনিয়োগ করা না হয় বা বিনয়োগের সুযোগ করে দেয়া না হয় তাহলে কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন পেশা বা ইন্ড্রাস্ট্রির সঙ্গে সম্পৃক্ত তারা কিন্তু তাদের শিক্ষাক্ষেত্রে বিনয়োগকে ভালো চোখে দেখবে না। শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন জরুরি। একটা সময় আমরা কল্পনাও করিনি যে বায়োটেকনোলজি এত জনপ্রিয়তা পাবে। একটা গাছ থেকে তিনবার বা চারবার সফল ফলানো সম্ভব তাও আমরা আগে জানতাম না। আবার অতি বন্যা বা খরার প্রতিকুলতা কাটিয়ে কিভাবে সফলতার সাথে ফসল ফলানো সম্ভব, বিজ্ঞানের আশির্বাদে আমরা এখন এসব জানতে পারছি। কৃষিক্ষেত্রে অনেক নতুন জাতের ধান আবিষ্কার করেছেন আমাদের শিক্ষক এবং গবেষকরাই। শিক্ষকদের ইন্ড্রাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। আর তাদের আর্থিকভাবে সচ্ছলতা নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য শিক্ষায় বিনিয়োগ দরকার।

বর্তমানে দেশে ৩৭ টি পাবিলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৯৭ টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। নেত্রকোনায় প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে শেখ হাসিনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আর জামালপুওে প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বঙগমাতা শেখ ফজিলানুন্নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। দুটো বিশ্ববিদ্যালয়ই বিশেষায়িত উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমে দেশে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে পরিচালিত হবে। আসলে এ দেশে বৃত্তিমূলকও কারিগরি শিক্ষার প্রসারে এবং যোগ্য ও দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুতে হলে উচ্চ শিক্ষার বিকল্প নেই। সেজন্য শিক্ষাখাতে সরকার কর্তৃক বিনিয়োগ যেমন জরুরী তেমনি বেসরকারি খাত থেকে বিনিয়োগও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ন।

শিক্ষাখাতকে বেসরকারিকরণ করতে গেলেই অনেকেই প্রশ্ন তোলেন যে অতিমাত্রায় বাণিজ্যিকীকরণ হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা যদি সাম্যের কথা চিন্তা করি বা সমাজতন্ত্রের কথা চিন্তা করি তাহলে সেখানে মডেল কে? মডেল হচ্ছে চীন। চীন মডেল হওয়ার পেছনে একটাই কারণ হচ্ছে, তারা একটা সময় উপলব্ধি করে যে টিকতে হলে আমাদেরকে ইন্ড্রাস্ট্রিয়ালাইজেশনে যেতে হবে। আর ইন্ড্রাস্ট্রিয়ালাইজেশনে যেতে হলে আমাকে অবশ্যই প্রাইভেটাইজেশনে যেতে হবে। এখন চীনের পুরো অর্থনীতি নির্ভর করছে প্রাইভেট সেক্টরের ওপর। একইভাবে চীন শিক্ষা ব্যবস্থাকেও বদলে দিয়েছে। তারা ইন্ড্রাস্ট্রির চাহিদার সঙ্গে শিক্ষাকে জুড়ে দিয়েছে। ফলে চীনে অনেক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি গড়ে উঠেছে এবং সেখানে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের হার সবচেয়ে বেশি। একইভাবে রাশিয়াও কিন্তু একটা সময় পিছিয়ে ছিল। সেখানে গর্ভাচেভ ক্ষমতায় আসার পর চীনকে ফলো করলেন এবং পরবর্তীতে গর্ভাচেভের উত্তরসূরীরা সেটাই অনুসরণ করেছেন। ফলে রাশিয়া এখন উন্নত। সুতরাং স্বীকার করতেই

হবে যে চীন এখন সারা পৃথিবীর মডেল। শুধু মডেল নয়, তারা ডমিনেটিং পাওয়ার। কারণ অর্থনীতি তার নিয়ন্ত্রণে, রিজার্ভ তার নিয়ন্ত্রণে, জনসংখ্যাও চীনের নিয়ন্ত্রণে। একটা সময় চীন এক সন্তানের বেশি অনুমোদন করত না। কিন্তু এখন অর্থনৈতিকভবে সমৃদ্ধ হওয়ার পরে বলছে, একের অধিক সন্তান নেওয়া যাবে।

সুতরাং যারা বলে যে সবকিছু সরকারের নিয়ন্ত্রণে রেখে করলেই দেশ উপকৃত হবে তারা আসলে সঠিক বলেন না। সেটা চীন প্রমাণ করেছে, রাশিয়া প্রমাণ করেছে, পৃথিবীর সব উন্নত দেশ প্রমাণ করেছে। এমনকি কিউবার মতো দেশও শেষ পর্যন্ত প্রাইভেট সেক্টরকে প্রমোট করেছে। তাহলে বিষয়টি এরকম দাঁড়াচ্ছে যে, বাংলাদেশকে যদি আমরা চীনের মতো মডেল রাষ্ট্র হিসেবে দাঁড় করাতে চাই তাহলে শিক্ষা খাতকে প্রাইভেটাইজেশন করতে হবে। আমরা যত বেশি শিক্ষাকে প্রাইভেট সেক্টরে নিয়ে যেতে পারব, তত বেশি কার্যকর ফলাফল পাব।

দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় হচ্ছে, বাংলাদেশে এ মুহূর্তে ২৬টি পাটকল সরকারের অধীনে আছে। কিন্তু প্রাইভেট সেক্টরে যতগুলো পাটকল আছে এবং সবগুলো পাটকল মিলে যে ধারণক্ষমতা, সরকারের একটি পাটকলের ধারণক্ষতা তার চেয়ে বেশি। অপরদিকে প্রতিবছর রপ্তানি উন্নয়ন ট্রফি পাচ্ছে প্রাইভেট সেক্টর। সরকারের ২৬টি কিন্তু পাচ্ছে না। অথচ সরকারের মধ্যেই একটি শ্রেণি কাজ করে যারা মনে করে প্রাইভেট সেক্টর দিয়ে দেশের সব অর্থ বিদেশে পাচার হয়ে যাবে। এরা কারা? যাইহোক, পদ্ধতি পরিবর্তন করা যেতে। এই ২৬টি পাটকলকে প্রাইভেট সেক্টরে দিয়ে বলা যেতে পারে যে অর্ধেক লভ্যাংশ সরকারকে দিতে হবে।

আমি মনে করি, এখন সময় এসেছে বাংলাদেশর সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রাইভেটাইজেশন করার। তবে মনে রাখতে হবে, সব প্রাইভেট সেক্টর এক না। কোন সেক্টর প্রাইভেটাইজেশন করলে ফলপ্রসু হবে তা সনাক্ত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। কেউ যদি মনে করেন তিনি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করবেন শুধু প্রচারের জন্য বা নিজের পরিচিতির জন্য তাহলে তাকে সে সুযোগ না দেওয়াই উচিত। তাকেই সুযোগ দেওয়া উচিত যার দক্ষতা রয়েছে এবং যিনি দায়বদ্ধতা রক্ষা করতে জানেন। এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে প্রতিযোগিতা ছাড়া ব্যবসা টিকতে পারেনা। মনে রাখতে হবে সারভাইবাল অব দ্য ফিটেস্ট। আমি তো মনে করি, বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রয়োজন আছে। বিষয়টি নেতিবাচকভাবে নেওয়ার কিছু নেই। আমি বলতে চাইছি, মাদ্রাসা শিক্ষাকে কেন ইন্ড্রাস্ট্রির সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হবে না? মাদ্রাসা থেকে পাশ করে একজন মসজিদের ইমাম হচ্ছে, কিন্তু সে সমাজ সম্পর্কে জানে না, রাষ্ট্র সম্পর্কে জানে না, ইন্ড্রাস্ট্রি সম্পর্কে জানে না, বর্হিবিশ্ব সম্পর্কে জানেনা। সে কীভাবে সমাজকে পরিবর্তন করবে? সুতরাং মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা হতে হবে আধুনিকতানির্ভর। তাকে বুঝতে হবে ইন্ড্রাস্ট্রিতে তার চাহিদা কতটুকু।

আবার দেখা যায় একেক সময় একটা নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। যেমন কিছুদিন আগে থেকে আমাদের দেশের শিক্ষার্থীদের মাঝে বিবিএ পড়ার ঝোঁক বা প্রবনতা অনেক

বেশী পরিলক্ষিত হয়। এরপর চলছে কম্পিউটার সায়েন্সের প্রাধান্য। সামর্থ্য বা সক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক, বুঝে না বুঝে গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়ে সবাই একটি নির্দিষ্ট বিষয় পড়ার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠছে। এতে অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষার্থীদের সংকট তৈরী হয় যা চাকুরী বাজারে ভারসাম্যহীনতা তৈরী করে। এ ভারসাম্যহীনতা দূর করতেও বিনিয়োগ বাড়ানোর প্রয়োজন হয়।

যারা সমাজ পরির্তন চান না তারা আসলে একটা ভয় থেকে সেটা চান না। তাদের ভয় হচ্ছে, প্রাইভেট সেক্টরে গেলেই সবকিছু অসৎ লোকদের হাতে চলে যাবে। তাদের ভয় অমুলক নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে প্রাইভেট সেক্টরে কি একজনও সৎ মডেল নেই? ধরে নিলাম বাংলাদেশে নেই। ভারতে কি নেই? আমেরিকায় নেই? সেসব দেশের মডেলদেরকে নিয়ে তারা কেন গবেষণা করেন না। তারা সরকারকে বলতে পারেন যে আমরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গিয়ে প্রাইভেট সেক্টরের মডেলদের এনালাইসিস করে বাংলাদেশে তার প্রয়োগ ঘটাতে চাই। কিন্তু সেটা তারা করছেন না।

আমি মনে করি, বাধা না দিয়ে প্রাইভেট সেক্টরকে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং বিশ্বের সকল বেস্ট কেস স্টাডিকে সামনে আনতে হবে।

সম্মানিত সুধী

দেশের পথিকৃৎ প্রযুক্তি ব্যবসায়ী ও বিশিষ্ট শিক্ষা উদ্যোক্তা জনাব মোঃ সবুর খানকে রিডিং ক্লাব ও আব্দুর রাজ্জাক বিদ্যাপীঠ আয়োজিত ১২তম মাসিক লেকচারের বক্তা হিসেবে পেয়ে আমরা গর্বিত এবং আনন্দিত। এই অসাধারণ মুহূর্তকে স্মরণীয় করে রাখতে আজকের বক্তাকে আমরা সম্মাননা স্মারক দিয়ে বরণ করে নিব।